পলিসি ব্রিফ
#১৪৬-৩/২০২৪
অক্টোবর ২০২৪

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

"নতুন বাংলাদেশ"

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সুশাসন

নতুন বাংলাদেশ : বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সুশাসন

প্রেক্ষাপট

সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহে নজিরবিহীন রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন ঘটে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ৮ আগস্ট ২০২৪ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। এই সরকারের কাছে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার মূল প্রত্যাশা একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, দুর্নীতিমুক্ত ও বৈষম্যহীন "নতুন বাংলাদেশ" গড়ার উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামো ও পরিবেশ তৈরি করা।

"নতুন বাংলাদেশে" রাষ্ট্র-সংস্কার ও জাতীয় রাজনৈতিক বন্দোবস্তের মূল অভীষ্ট হতে হবে দুর্নীতি, তথা ক্ষমতার অপব্যবহারের এই বিচারহীনতার মূলোৎপাটন করা। এই অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল প্রতিষ্ঠানের আমূল সংস্কারের পাশাপাশি দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা জোরদার করতে গণমাধ্যমসহ সকল অংশীজন ও সাধারণ জনগণ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপযোগী নিষ্কণ্টক পরিবেশ অপরিহার্য। এমন পরিবেশ তৈরিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও বিষয়ে গবেষণা, অধিপরামর্শ ও জনসম্পৃক্তামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

টিআইবির গবেষণাসহ নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন তথ্য ও বিশ্লেষণমতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মতো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত অগ্রাধিকার খাতে বিবিধ অসঙ্গতি, অনিয়ম এবং দুর্নীতি বিদ্যমান। বিশেষ করে, জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নীতি ও সংশ্লিষ্ট আইন লঙ্ঘন করে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ জ্বালানি মহাপরিকল্পনা (ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান-আইইপিএমপি) প্রণয়ন করা হয়েছে। মহাপরিকল্পনা প্রণয়নসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্ন পক্ষের স্বার্থের সংঘাত বিদ্যমান। পরিকল্পনায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরিবর্তে জীবাশ্ম জ্বালানিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন-সংক্রান্ত কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়েছে। জ্বালানি প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি ক্রয় এবং পরিবেশ-বিষয়ক আইন ও বিধিবিধান পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ খাতসংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশজ সম্পদ ও প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ব্যবহার না করে আমদানি-নির্ভর ব্যয়বহুল কয়লা ও এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। সার্বিকভাবে, এ খাতে নীতি করায়ত্ত, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং দুর্নীতিসহ সুশাসনের ঘাটতি প্রকট আকার ধারণ করেছে।

এই প্রেক্ষিতে দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে দুর্নীতি প্রতিরোধ, সংশ্লিষ্ট সেবা কার্যক্রমে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা এবং সার্বিকভাবে এ খাতে সুশাসন নিশ্চিতসহ প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে টিআইবি নিচের সুপারিশমালা প্রস্তাব করছে।

সুপারিশমালা

আইন ও নীতি সংস্কার ও প্রতিপালন

১. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক লক্ষ্যমাত্রাকে বিবেচনায় নিয়ে এবং জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে জাতীয় জ্বালানি নীতি, ১৯৯৭ সংশোধন এবং অনুমোদন করতে হবে।

২. স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত বাংলাদেশি বিশেষজ্ঞদের নেতৃত্বে এবং নাগরিক সমাজের মতামতের ভিত্তিতে জ্বালানি মহাপরিকল্পনা আইইপিএমপি সংশোধন করতে হবে, এক্ষেত্রে–

- জ্বালানি খাতের জাতীয় নীতি ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আইইপিএমপি প্রণয়ন করতে হবে।
- জ্বালানি মহাপরিকল্পনায় জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভর প্রকল্পে অর্থায়ন না করাসহ এর ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বন্ধে সময়াবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। একটি সুনির্দিষ্ট সময়াবদ্ধ রোডম্যাপসহ কৌশলগতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে উত্তরণের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।
- মহাপরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং জীবন-জীবিকা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়কে প্রাধান্য দিতে হবে।

৩. জ্বালানি খাতে নীতি করায়ত্ত বন্ধ এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রতিরোধসহ এ খাত সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় জাবাবদিহি নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন করতে হবে।

৪. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ বাতিল করতে হবে।

৫. সরকারের পুঞ্জীভূত আর্থিক ক্ষতি হ্রাসে ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসারদের (আইপিপি) ভরতুকি প্রদান বন্ধ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত চুক্তিসমূহ বাতিল করতে হবে। এক্ষেত্রে "নো ইলেক্ট্রিসিটি নো পে" নীতি অনুসরণ করতে হবে।

৬. আমদানিনির্ভর এলএনজি ও কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ বন্ধসহ অলস, অদক্ষ এবং পুরাতন বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো পর্যায়ক্রমে বন্ধ করতে হবে।

৭. স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সহায়ক নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করে খসড়া নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি, ২০২২ অনুমোদন করতে হবে।

৮. নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে একটি স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, এক্ষেত্রে–

- সম্ভাবনা যাচাইসাপেক্ষে উৎসভেদে (সৌর, বায়ু ও জলবিদ্যুৎ, ওয়েস্ট টু এনার্জি) নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।
- ২০৪০ সালের মধ্যে মোট জ্বালানির ৪০ শতাংশ এবং ২০৫০ সালের মধ্যে শতভাগ জ্বালানি নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদনের একটি বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

৯. পরিবেশ আইনের আওতায় বিধিবদ্ধ করে সকল প্রকার জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ত্রুটিমুক্ত প্রাথমিক পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (আইইই), সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা (এসআইএ), পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (ইআইএ), পরিবেশগত প্রভাব নিরসন, এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও যাচাই নিশ্চিত করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

১০. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং কর্পোরেশনসমূহের সংস্কার করতে হবে, বিশেষ করে–

- বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (বিপিডিবি)–কে একটি স্বাধীন এবং স্বায়ত্তশাসিত কমিশন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তর-সংক্রান্ত কার্যক্রমে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)-এর কারিগরি, জনবল এবং অবকাঠামোগত সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কারের মাধ্যমে "নাবয়নযোগ্য জ্বালানি মন্ত্রণালয়" হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- জ্বালানি খাতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টিসহ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)–এর আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে। জ্বালানির দাম নির্ধারণসহ প্রতিষ্ঠানটির ম্যান্ডেট অনুসারে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

১১. অভ্যন্তরীণ গ্যাস উত্তোলন বৃদ্ধি, তা ব্যবহার করে সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে, এক্ষেত্রে–

- অভ্যন্তরীণ গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান ও গ্যাস উত্তোলনে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লি. (বাপেক্স) এবং বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)–এর প্রাতিষ্ঠানিক, আর্থিক ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- মীমাংসিত সমুদ্রসীমায় গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। পর্যাপ্ত গ্যাসের মজুদ রয়েছে এমন পরীক্ষিত অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলন নিশ্চিতে পদক্ষেপসহ তা জাতীয় গ্রিডে সরবরাহে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি

১২. আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পাদিত জ্বালানি খাতের সকল প্রকল্প প্রস্তাব এবং চুক্তির নথি প্রকাশ করতে হবে।

১৩. জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ক্রয় সম্পাদনে উন্মুক্ত-পদ্ধতি ব্যবহারসহ জাতীয় ক্রয় আইন ও নীতি পরিপূর্ণ মান্য করতে হবে। এ খাতের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্রয় সম্পাদনে ই-জিপি পদ্ধতির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

১৪. পরিবেশ সংবেদনশীল এলাকায় নির্মীয়মাণ কয়লা ও এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো স্থগিত করে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ কৌশলগত, সামাজিক ও পরিবেশগত সমীক্ষা সম্পাদন সাপেক্ষে অগ্রসর হতে হবে।

১৫. স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করে প্রকল্পের পরিকল্পনা, চুক্তির শর্ত নির্ধারণ, অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৬. জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদান এবং দূষণ ও পরিবেশ-বিষয়ক তদারকিতে স্বচ্ছ ও যথাযথ-প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

১৭. বিদ্যুৎ ও জ্বালানির যৌক্তিক দাম নির্ধারণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চত করতে হবে। বিশ্ববাজারের সঙ্গে সমন্বয় করে তেলসহ বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম নির্ধারণের করতে হবে।

১৮. জ্বালানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস সেবা প্রদান-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানে গ্রাহক হয়রানি বন্ধ এবং অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে "গ্রিভেন্স রিড্রেস সিস্টেম (জিআরএস)" সহজ করাসহ বিরোধ নিষ্পত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়া জবাবদিহি নিশ্চিতে–

- সংশ্লিষ্ট সকল অফিসে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা করতে হবে। এ ছাড়া ইমেইল, ওয়েবসাইট ইত্যাদির মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

- অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিনমাস অন্তর অভিযোগগুলো নিয়ে পর্যালোচনা ও অভিযোগ সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- সেবাগ্রহীতাদের আস্থা অর্জনের জন্য জমাকৃত অভিযোগ নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপ ও ফলাফল-সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য নিয়মিত ওয়েবসাইটে/নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করতে হবে।
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সেবা প্রদান-সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোতে নিয়মিত গণশুনানির আয়োজন করতে হবে।

দুর্নীতি প্রতিরোধ

১৯. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সংঘটিত বিবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করতে হবে এবং তাদের বিচার নিশ্চিতে

- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ এর আওতায় গৃহীত সকল প্রকল্প এবং চুক্তিসমূহ পুনঃমূল্যায়ন ও নিরীক্ষা করতে হবে।
- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত সকল অনৈতিক সুবিধা বাতিলসহ এ খাতে সম্পাদিত বিবিধ কার্যক্রমের আড়ালে অর্থপাচারের বিষয় অনুসন্ধান করতে হবে।
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও বিতরণসহ এ খাতে ক্রয়সংক্রান্ত কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগসমূহ তদন্ত করতে হবে।
- বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সকল অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। অবৈধ সংযোগ প্রদানের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিহ্নিত করে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে মানবধিকার লঙ্ঘন এবং পুলিশের গুলিতে মৃত্যুসহ সংঘটিত অপরাধের স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে।
- প্রিপেইড মিটারে ভূতুড়ে এবং অত্যধিক বিলের বিষয়সংক্রান্ত অভিযোগের সঠিক তদন্ত করতে হবে, এবং বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিপণন ও বিতরণ-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা প্রদানে ঘুষ ও নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২০. স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের নীতি করায়ত্তসহ বিবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত রাজনীতিবিদ, আমলা, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

২১. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সংশ্লিষ্ট সকলের সম্পদ বিবরণী বার্ষিক ভিত্তিতে বাধ্যতামূলকভাবে প্রকাশ এবং হালনাগাদ করতে হবে। জমাকৃত সম্পদ বিবরণী যাচাই এর উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে এবং কোনো প্রকার অসঙ্গতি পাওয়া গেলে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি-০৫, সড়ক-১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০, ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২
E-mail: info@ti-bangladesh.org, Website: www.ti-bangladesh.org, Facebook: TIBangladesh